দৈনিক ইত্তেফাক

NOV. 29 2000

36

শিক্ষার মান হতাশাব্যঞ্জক

# মৌলভীবাজার সরকারী অনার্স কলেজে শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষকের অভাব

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা ॥ মৌলভীবাজার শিক্ষার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে তৎকালীন মৌলভীবাজার মহকুমার মহকুমা প্রশাসক এবি সিদ্দিকী ও স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষানুরাগীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা[illegible]৯৫৬ সালে স্থানীয় হিসাবে ৩৯ বিঘা জমির উপর মৌলভীবাজার ক[illegible]তিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন আবু লেইছ সাদ উদ্দিন। বর্তমানে এই কলেজের অধ্যক্ষ মুহিবুর রহমান। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে কলেজটির প্রথম কার্যক্রম শুরু করা হয় স্থানীয় গণ-মিলনায়তনে (বর্তমান জনমিলন কেন্দ্র)। পরবর্তীতে কলেজটি স্থানান্ত[illegible] করা হয় বর্তমান ভবনে। ১৯৭০ সালে কলেজটিতে পূর্ণমাত্রায় বিএ, বিকম ও বিএসসি কোর্স চালু করা হয়। ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ কলে[illegible]টকে সরকারীকরণ করা হয়। গত '৯৯ সালে এই কলেজে বাংলা, ইংরেজী, হিসাব বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, পদার্থ বিদ্যা, গণিত ও উদ্ভিদ বিদ্যা এই ৮ বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও অনার্স কোর্স সব মিলাইয়া বর্তমানে কলেজে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রী প্রায় ১৪ শত। এখানে শিক্ষকের পদ আছে ৬০টি। কর্মরত আছেন ৪৪ জন। শূন্য পদ ১৬টি। এই ১৬টি পদ দীর্ঘ ৩/৪ বৎসর ধরিয়া শূন্য অবস্থায় আছে। ৮টি বিষয়ে অনার্স কোর্সের জন্য নতুনভাবে কোন শিক্ষক এখানে দেওয়া হয় নাই। ১৪শত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৪৪ জন শিক্ষক অপ্রতুল। এ ছাড়া এখানে শ্রেণীকক্ষের দারুণ সংকট রহিয়াছে। বর্তমানে কলেজে মাত্র ২৬টি শ্রেণীকক্ষ আছে। এই ২৬টি শ্রেণীকক্ষে ১৪শত ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলান হয় না। ফলে এখানে পাঠদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে। এ ছাড়া এই কলেজের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগও আছে। অভিযোগে জানা গিয়াছে যে, শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে পাঠ দানে ফাঁকি দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়িতে বাধ্য করিতেছেন। গত এইচএসসি পরীক্ষায় এই কলেজ হইতে অংশগ্রহণ করে ১ হাজার ২৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী। পাস করিয়াছে মাত্র ২৮৪ জন। পাশের হার শতকরা ২৩ দশমিক ০৫। মৌলভীবাজার সরকারী অনার্স কলেজের লেখাপড়ার মান হতাশাজনক। এই সকল ব্যাপারে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল সৈয়দ ফয়জুল্লাহ বলেন যে, এখানে শ্রেণীকক্ষের ও শিক্ষকের অভাব আছে। অনার্স কোর্স চালু করা হইলেও নতুন করিয়া কোন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয় নাই। ৪৪ জন শিক্ষক দিয়াই ৮টি বিষয়ে অনার্স ক্লাস চালাইতে হয়। সংগত কারণেই পাঠদান ব্যাহত হইতেছে। এইসব অনিয়ম, অব্যবস্থা দূর করিতে হইলে এখানে একটি ত্রিতল একাডেমীক ভবন এবং অনার্স কোর্স অনুযায়ী নতুন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করিতে হইবে। আর গত এইচএসসিতে পাসের হার শতকরা ২৩ দশমিক ০৫ ভাগ হইলেও এই হিসাব প্রাইভেট পরীক্ষার্থীসহ। কলেজের নিজস্ব ফল ভাল।